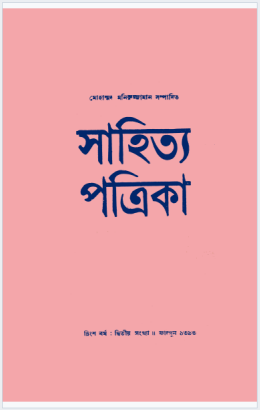


Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য

| | |
|---|---|
| Volume | 30 |
| Issue | 2 |
| Year | 1987 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মোতাহার হোসেন সুফী |
| Published online | February 1, 1987 |
| DOI | 10.62328/sp.v30i2.7 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.7 |
| Pages | 172-179 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# গ্রন্থ-পরিচয়

**বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য :** মোতাহার হোসেন সুফী ॥ প্রকাশক : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৬ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮ ॥ মূল্য : বোর্ড বাঁধাই ১০০·০০, পেপারব্যাক ৮০·০০ ॥

বাংলাদেশে মুসলিম নারী-জাগরণ বিশেষত শিক্ষা ও সাহিত্য অঙ্গনে মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান স্বীকার্য। তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে মুসলিম নারীর বিদ্যাশিক্ষার পথ প্রশস্ত না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ তাঁকে শৈশবকাল থেকে বিদ্যাচর্চায় উৎসাহিত করে। এক্ষেত্রে প্রথম জীবনে তাঁকে সহায়তা করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বিবাহিত জীবনে স্বামী। এ দু'জনের সংস্পর্শ, সাহায্য ও উৎসাহে বেগম রোকেয়া বদ্ধ অর্গলের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। মুসলিম সমাজের সংস্কার ও পর্দাপ্রথা প্রথম জীবনে তাঁকে অবরোধবাসিনী করে রাখলেও পরবর্তী জীবনে স্বামীর সাহচর্যে তাঁর মুক্ত মনের বিকাশ ঘটতে সাহায্য করে। শৈশবকালীন মুসলিম নারীর বিদ্যাচর্চার এই প্রতিবন্ধকতা ও অভাবদর্শনে পরবর্তী জীবনে ভাগলপুর ও কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে একদিকে তাঁর মানসিক বলিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে অদম্য আকাঙ্ক্ষার পরিচয় মুদ্রিত। নিঃসঙ্গ মিসেস আর. এস. হোসেন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করার জন্য যে স্নায়বিক বলিষ্ঠতা প্রদর্শন করেন তা তাঁর চরিত্রের তেজস্বী দিক অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতানে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের মুক্তাঙ্গনে এনে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিকূলতা উন্মোচনে সাহায্য করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা ও মহিলা সমিতি গঠনের পাশাপাশি তিনি

সমশ্রেণীর আদর্শ সামনে নিয়ে সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হন। সাহিত্যচর্চা তিনি সৌখিনতার বশবর্তী হয়ে করেননি, বরং সাহিত্যের মাধ্যমে সামাজিক অবরোধ, ধর্মীয় কুসংস্কার, পুরুষশাসিত সমাজের অন্যায়, নারীদের মৌলিক অধিকার এবং নারী-দুর্দশার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে নারী-সমাজের বেদনাদায়ক প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনে অগ্রসর হন। নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধই তাঁকে উপরি-উক্ত ত্রয়ী পর্বে তাঁর আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে।

মিসেস আর. এস. হোসেনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে এর আগে কয়েকটি গ্রন্থে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে চারটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলো হলঃ বেগম শামসুননাহার মাহমুদের 'রোকেয়া-জীবনী', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'বেগম রোকেয়া', মোর্শেদ শফিউল হাসানের 'বেগম রোকেয়া : সময় ও সাহিত্য' এবং মোশফেকা মাহমুদের 'পত্রে রোকেয়া পরিচিতি'। সম্প্রতি মোতাহার হোসেন সুফী'র দীর্ঘদিনের পরিশ্রমলব্ধ গ্রন্থ 'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে রোকেয়ার কর্ম ও সাহিত্য-জীবন সম্পর্কে মূল্যায়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। মোতাহার হোসেন সুফী বেগম রোকেয়া'র সাহিত্যিক জীবনের মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবন ও ব্যক্তিত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থরচনায় তথ্যসংগ্রহে তাঁর নিষ্ঠার সঙ্গে বেগম রোকেয়ার জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহার্থে তিনি ব্যক্তিগতভাবে রংপুরে রোকেয়ার পিতৃগৃহ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। বর্তমান গ্রন্থ রচনায় লেখক বহু বছরের শ্রমের সঙ্গে নতুন তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটনে অগ্রসর হয়েছেন। লেখকের এই সযত্ন পরিচর্যার স্বাক্ষর গ্রন্থের সর্বত্র প্রতিফলিত। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অনুধাবনে মোতাহার হোসেন সুফী'র 'বেগম রোকেয়া : জীবন সাহিত্য' একটি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ।

'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' সুলিখিত, তথ্যবহুল এবং রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যের আলোচনামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তিনশ আটচল্লিশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ গ্রন্থে রোকেয়ার বংশ-লতিকাসহ তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও মূল্যায়ন, যুগ-পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সামাজিক চিন্তাধারার পরিচয়, নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান,

মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন, সাহিত্যসাধনার প্রকৃতি, রোকেয়ার পত্র-গুচ্ছ এবং প্রতিভার মূল্যায়নগত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। সর্বমোট একান্নটি পর্বে রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন দিক আলোচিত। রোকেয়া-জীবন ও সাহিত্যের আলোচনায় লেখকের মমত্ববোধ, যুক্তিনিষ্ঠা ও তথ্যনির্ভরতার প্রকাশ প্রতিটি অংশ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় মূলতঃ দু'টি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে বেগম রোকেয়ার সাহিত্য আলোচিত। সাহিত্যালোচনায় লেখিকার বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থরচনার কাল, গ্রন্থ-প্রকৃতি, গ্রন্থের মূল্যায়ন, পক্ষ ও বিপক্ষ দলের সমালোচনা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংশ্রব, লিখিত পত্র ও সাহিত্যিক কৃতি---মূলতঃ আলোচনার ক্ষেত্রে এই দিকগুলি প্রাধান্য প্রাপ্ত।

বেগম রোকেয়ার জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত---প্রথম অংশে জীবন-কাহিনী এবং দ্বিতীয় অংশে যুগ-পরিবেশ ও কর্মজীবনের ইতিহাস বর্ণিত। রোকেয়া-জীবনী প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে বর্ণনা প্রয়াস লক্ষণীয়। এই অংশে মোতাহার হোসেন সুফীর মমত্ববোধ ও জীবনের বিভিন্ন পর্বাঙ্কনে বিশ্বস্ততা প্রাধান্য প্রাপ্ত। রোকেয়ার বাল্য-জীবন, শিক্ষার পরিবেশ, পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য-জীবন বর্ণনায় সর্বত্র সঙ্গতিবোধ বিদ্যমান। এই অংশে পাঠক অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

জীবনী-বর্ণনার পরবর্তী পর্যায়ে রোকেয়া-মানস অনুধাবনে যুগ-পরিবেশের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত। এখানে নারীজাতির অবরোধের বিভীষিকার বর্ণনায় সমকালীন পরিবেশের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। স্ত্রী-শিক্ষার অপ্রতুলতা, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রম, রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত স্কুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন---এই অধ্যায়গুলির মাধ্যমে সমাজ-সচেতন রোকেয়া-মানস গঠনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল লেখক বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। 'শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

> যুগ যুগ ধরে মুসলিম সমাজে যে কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা ও অবনতির কারণসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল, তা একমাত্র শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই দূর করা যেতে পারে একথা তাঁর কাছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই ছিল সত্য। অন্তর দিয়ে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বেগম রোকেয়া তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সত্যও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। (পৃ. ৩৩-৩৪)

বেগম রোকেয়া স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের পয়লা অক্টোবর ভাগলপুরে মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সাংসারিক প্রতিকূলতার ফলে এই স্কুল দীর্ঘদিন পরিচালনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরে তিনি ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ষোলই মার্চ কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুল এবং নারী শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই বেগম রোকেয়ার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষা' সম্পর্কে তার মনোভাব এখানে উদ্ধৃত করা যায় :

> শিক্ষা'র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এই গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। আমরা কেবল 'পাশ করা বিদ্যা'কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।

সম্ভবত, খ্রীশ্চান মিশনারী স্কুলের শিক্ষা-প্রণালী ও সামাজিক আচরণ এবং মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার দুরবস্থার জন্য বেগম রোকেয়া স্কুল-প্রতিষ্ঠায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এর পাশাপাশি স্বামীর স্মৃতি ও বৈধব্য জীবন সুসংহতভাবে কাটান---এই শ্রেণীর উদ্দেশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। মোতাহার হোসেন সুফী তাঁর শিক্ষা-বিস্তারের আগ্রহ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> বাংলার মুসলমান নারীসমাজের শিক্ষা কিভাবে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে, সেটিই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবনের

> মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যে সমস্ত অন্তরায় ছিল, সেগুলো পুঙ্খানুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে তার সুষ্ঠুসমাধানের পন্থা নির্ণয়ের জন্য তিনি সদা সচেতন ছিলেন। (পৃ. ৩৯)

স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সংস্কারপন্থী মুসলিম সমাজের বিরোধিতা তাঁকে অবদমিত করতে পারে নি, বরং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ মনোভাব নিয়ে তিনি প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রমণের জন্য সাহসিক মানসিকতার পরিচয় দেন। কোন প্রতিকূলতাই তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। এ সম্পর্কে তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতা নীচে উদ্ধৃত করা যায়:

> এই আঠারো বৎসর ধরিয়া এই গরীব স্কুলকে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দেশের বড় বড় লোক ——যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে রসনা গৌরববোধ করে, তাঁহারাও প্রাণপণে শত্রুতা সাধন করিয়াছেন। (পৃ. ৪১-৪২)

স্কুল-প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার নিজস্ব উক্তিও প্রসঙ্গ-ক্রমে স্মর্তব্য:

> এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই ? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়: চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।....যাঁদের বংশধর আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয় এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন। (পৃ. ৪৩)

নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতি-সচেতন বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী সমাজসচেতন অনুভূতি প্রকাশে তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতানে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি গঠন করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর (১৯১৬) তিনি এই কাজে ব্রতী হন। মহিলা সমিতির প্রধান কাজ ছিল অভাব-গ্রস্তা বিধবা নারীদের অর্থ সাহায্য করা, অত্যাচারিত স্বামীদের হাত থেকে নারীদের রক্ষা, দরিদ্র কুমারী মেয়েদের সৎপাত্রে বিবাহের বন্দো-বস্ত, সমাজ--পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ও অনাথ শিশুদের সাহায্য করা।

গ্রন্থের অবশিষ্ট উনচল্লিশটি অধ্যায়ে মোতাহার হোসেন সুফী বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-কর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের সূত্রপাত ও সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের দীর্ঘ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। রোকেয়া বিরচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের এমন বিস্তৃত ও তথ্যবহুল আলোচনা এর আগে লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁর সাহিত্য-রচনার অন্যতম কারণ সমাজ-সচেতনতা। স্কুল ও মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠায় তিনি যে বাধা-বিঘ্ন ও সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন তার স্বরূপনির্দেশ এবং লাঞ্ছিতা নারীত্বের বন্ধন মুক্তিই ছিল তাঁর সাহিত্যের মুখ্য বিষয়। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনায় সামাজিক ও ধর্মীয় কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নারীর বন্ধনজীবনের চিত্র প্রকাশিত। তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হল অসঙ্গতি নির্দেশে ভাষাভঙ্গীর শাণিত দিকের মাধ্যমে ব্যঙ্গের সূক্ষ্মতায় সহজ বাণীভঙ্গীতে প্রকাশ। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে বা ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কণে তিনি কোন সময় ভাষা বা যুক্তির ভারসাম্য বর্জন করেননি। তাঁর পূর্বকালীন বা সমকালীন মুসলিম লেখিকাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বেগম রোকেয়ার আদর্শের এখানেই পার্থক্য। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হচ্ছে: মতিচূর (দু'খণ্ড), সুলতানার স্বপ্ন, সুলতানাস ড্রীম, পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী। এছাড়া তিনি কিছু সংখ্যক কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

বেগম রোকেয়ার কবিতাগুলি প্রকৃতি বা সমাজ-বিষয়ক চিন্তাধারা অবলম্বনে রচিত। তাঁর কবিতা রচনার উৎস সম্পর্কে মোতাহার হোসেন সুফীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "নানা সময়ে হৃদয়ের বেগবান ভাবানুভূতিকে মনের মত করে প্রকাশের তাগিদেই তিনি কবিতা রচনা করেছেন" (পৃ. ৬১)। লেখকের মতে 'বাসিফুল' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে তিনি যে কবিতা লেখেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল:

জাগো বঙ্গবাসি।
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।
ঐ শুন শুন।
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে 'সুপ্রভাত'।

অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দীননাথ।
শিশির-সিক্ত
কুসুম তুলিয়ে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে 'সওগাত'।

বেগম রোকেয়ার পদ্য ও গদ্যসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে মোতাহার হোসেন সুফী মন্তব্য করেছেন যে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেই তিনি অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ-প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> 'অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করে জাগরণের পথে মুসলমান নারী সমাজকে পরিচালিত করাই ছিল বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। নারীমুক্তিকল্পেই তিনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাস ও 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের মর্মবিদারী খণ্ড-চিত্র অঙ্কনে ব্রতী হন। বেগম রোকেয়ার ছোট গল্প ও ব্যঙ্গধর্মী রচনাগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় একই। নারী-জাগরণ তথা নারী-মুক্তির লক্ষেই বেগম রোকেয়া ক্ষুরধার লেখনী চালনা করেছিলেন। (পৃ. ৭৭)

বেগম রোকেয়ার অধিকাংশ রচনাই সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' এবং 'সওগাত', 'মহিলা', 'ধূমকেতু', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'মতীচূর' গ্রন্থ সম্পর্কে 'নবনূর' পত্রিকায় (১৯০৫, ভাদ্র সংখ্যা) ভূয়ষী প্রশংসা করা হয়:

> কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই।

সংস্কারপন্থী সাহিত্যিকরা বেগম রোকেয়ার সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি সমাজের ত্রুটি নির্দেশে বিরত হননি। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে 'স্বামী' সম্পর্কিত তাঁর মনোভাবের মধ্যে স্বাধীন চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন:

"স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশতঃ নারী জাতি অপর জাতির সাহায্য নির্ভর করে। তাই বলিয়া "প্রভু" হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোন-না-কোন প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না।"

মোতাহার হোসেন সুফী বেগম রোকেয়ার সাহিত্য বিভিন্ন কৌণিক-বিন্দু থেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের রচনাকাল, প্রকাশকাল এবং বিষয়বস্তু আলোচনার সময় বিস্তৃত উদ্ধৃতি, পক্ষ ও বিপক্ষদলের সমালোচনা উদ্ধৃত করায় পাঠকের কাছে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

'বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য' রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ। লেখকের শ্রম ও সাধনা রোকেয়া-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে নির্দেশে সক্ষম হয়েছে---এ মন্তব্য অনায়াসে করা যায়। গ্রন্থের সুরুচিপূর্ণ মুদ্রণ ও অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য প্রকাশক বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটি সর্বসাধারণ্যে আদৃত হবে বলে আমাদের ধারণা।

**আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ**

**বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্‌শা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা :** আবুল কাশেম চৌধুরী ॥ প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ॥ পৃষ্ঠা ১২+৩৫২ ॥ মূল্য : চল্লিশ টাকা ॥

অবসন্ন মধ্যযুগ এবং অঙ্কুরিত নবযুগবৈশিষ্ট্যের সংরক্ত মিথষ্ক্রিয়ায় প্রথমার্দ্ধ-উনিশশতকের বাঙালী-সমাজ অর্জন করেছে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ প্রাণাবেগ ও প্রগতিশীল সঞ্চারণ-ধর্ম। কোন যুগের অবক্ষয় যেমন সে-যুগের জন্য বেদনাময় পরাভব, তেমনি নবযুগের অভ্যুদয় নবীন যুগমানসের জন্য এক আনন্দময় প্রাপ্তি ও পরিতৃপ্তি। যুগ ও যুগচেতনা যেহেতু একটি সমাজের বিমূর্ত অবকাঠামো----সেহেতু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে